



ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরূশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- [পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ](#)
- [পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না \(এই পৃষ্ঠা\)](#)
- [পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির](#)

মানত সম্পর্কিত আইনসমূহ—বিশেষ করে নাজারীয় মানত—প্রমাণ করে যে তোরাহর কিছু আদেশ কত গভীরভাবে ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত মন্দির-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু মন্দির, বেদী এবং লেবীয় যাজকস্ব অপসারিত হয়েছে, তাই আজ এসব মানত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এই মানতগুলোকে অনুকরণ করা বা “আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়া”—বিশেষ করে নাজারীয় মানতকে—আনুগত্য নয়, বরং মানবীয় উদ্ভাবন। আইন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে মানত কী, কীভাবে তা শুরু হয়, কীভাবে তা শেষ হয়, এবং কীভাবে তা ঈশ্বরের সামনে সম্পন্ন করতে হয়। মন্দির ছাড়া, তোরাহর কোনো মানতই ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে পূর্ণ করা যায় না।

মানত সম্পর্কে আইন কী আদেশ করেছে

আইন মানতকে সম্পূর্ণ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। কেউ ঈশ্বরের উদ্দেশে মানত করলে, সেই মানত একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্বে পরিণত হতো, যা কথামতোই পূর্ণ করতে হতো (গণনা 30:1-2; দ্বিতীয় বিবরণ 23:21-23)। ঈশ্বর সতর্ক করেছিলেন যে মানত

পালনে বিলম্ব করা বা তা পূর্ণ না করা পাপ। কিন্তু মানতের পূর্ণতা কেবল অন্তরের বা প্রতীকী বিষয় ছিল না—এর জন্য কার্য, উৎসর্গ এবং ঈশ্বরের পবিত্রালয়ের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন ছিল।

অনেক মানতের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা-উৎসর্গ বা স্বেচ্ছা-উৎসর্গ যুক্ত ছিল, অর্থাৎ মানতটি ঈশ্বর যে স্থানে বেছে নিয়েছেন, সেই বেদীতেই সম্পন্ন করতে হতো (দ্বিতীয় বিবরণ 12:5-7; 12:11)। বেদী ছাড়া, কোনো মানতই পরিপূর্ণ করা যেত না।

নাজারীয় মানত: মন্দির-নির্ভর একটি আইন

নাজারীয় মানতই সেই আদেশের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ, যা আজ পূর্ণ করা যায় না—যদিও এর সঙ্গে যুক্ত কিছু বাহ্যিক আচরণ অনুকরণ করা সম্ভব। গণনা 6 অধ্যায়ে নাজারীয় মানত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে স্পষ্টভাবে বাহ্যিক পৃথকীকরণের লক্ষণ এবং সেই শর্তগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যেগুলো মানতকে ঈশ্বরের সামনে বৈধ করে।

বাহ্যিক লক্ষণগুলো হলো:

- মদ ও দ্রাক্ষাজাত সবকিছু থেকে পৃথক থাকা (গণনা 6:3-4)
- মাথায় ঝুর না লাগিয়ে চুল বাড়তে দেওয়া (গণনা 6:5)
- মৃতদেহ-অশুচিতা এড়িয়ে চলা (গণনা 6:6-7)

কিন্তু এই আচরণগুলোই নাজারীয় মানত সৃষ্টি বা সম্পন্ন করে না। আইনের মতে, মানত তখনই সম্পূর্ণ হয় এবং ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য হয়, যখন ব্যক্তি পবিত্রালয়ে গিয়ে নির্ধারিত উৎসর্গগুলো উপস্থাপন করে:

- হোমবলির উৎসর্গ
- পাপবলির উৎসর্গ
- মৈত্রীবলির উৎসর্গ
- ভোজন ও পানীয় উৎসর্গ

এই বলিগুলোই মানতের অপরিহার্য সমাপ্তি ছিল (গণনা 6:13-20)। দুর্ঘটনাবশত অশুচিতা ঘটলেও অতিরিক্ত উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ মন্দির-ব্যবস্থা ছাড়া মানত চালু রাখা বা পুনরারম্ভ করা সম্ভব নয় (গণনা 6:9-12)।

এই কারণেই আজ নাজারীয় মানত অস্তিত্ব রাখতে পারে না। কেউ কিছু বাহ্যিক আচরণ অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে মানত সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা শুরু, চালু বা সম্পন্ন করতে পারে না। বেদী, যাজকস্ব ও পবিত্রালয় ছাড়া নাজারীয় মানত নেই—শুধু মানবীয় অনুকরণ আছে।

ইস্রায়েল কীভাবে আনুগত্য করত

বিশ্বস্ত ইস্রায়েলীয়রা নাজারীয় মানত গ্রহণ করলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আইন মেনে চলত। তারা মানতের দিনগুলোতে নিজেদের পৃথক রাখত, অশুচিতা এড়িয়ে চলত, এবং শেষে ঈশ্বর যে উৎসর্গগুলো আদেশ করেছিলেন তা নিয়ে পবিত্রালয়ে যেত। এমনকি দুর্ঘটনাজনিত অশুচিতার ক্ষেত্রেও মানত “পুনরায় শুরু” করতে নির্দিষ্ট উৎসর্গ প্রয়োজন ছিল (গণনা 6:9-12)।

কোনো ইস্রায়েলীয় কখনো গ্রাম্য উপাসনালয়ে, ব্যক্তিগত ঘরে বা প্রতীকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাজারীয় মানত সম্পন্ন করেনি। এটি অবশ্যই সেই পবিত্রালয়েই করতে হতো, যা ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন।

অন্যান্য মানতের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। মানত পূর্ণ করতে উৎসর্গ দরকার ছিল, আর উৎসর্গের জন্য মন্দির অপরিহার্য ছিল।

কেন আজ এই মানতগুলো পালন করা যায় না

নাজারীয় মানত—এবং তোরাহর প্রতিটি মানত যা উৎসর্গের দাবি করে—আজ সম্পন্ন করা যায় না, কারণ ঈশ্বরের বেদী আর বিদ্যমান নেই। মন্দির নেই। যাজকস্ব সেবা করছে না। পবিত্রালয় অনুপস্থিত। এসব ছাড়া মানতের শেষ ও অপরিহার্য কাজটি ঘটতে পারে না।

তোরাহ কখনো অনুমতি দেয় না যে নাজারীয় মানত উৎসর্গ ছাড়া “আধ্যাত্মিকভাবে” শেষ করা যাবে। এটি আধুনিক শিক্ষকদের প্রতীকী সমাপ্তি, বিকল্প অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা তৈরির অনুমতি দেয় না। ঈশ্বর নিজেই মানতের সমাপ্তির পথ নির্ধারণ করেছেন, এবং তিনি আনুগত্যের সেই উপায় অপসারণ করেছেন।

এই কারণে:

- আজ কেউ তোরাহ অনুসারে নাজারীয় মানত গ্রহণ করতে পারে না।
- যে কোনো মানত যাতে উৎসর্গ প্রয়োজন, তা আজ পূর্ণ করা যায় না।
- এই মানতগুলোর প্রতীকী অনুকরণ আনুগত্য নয়।

এই আইনগুলো চিরস্থায়ী, কিন্তু ঈশ্বর মন্দির পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত এগুলোর আনুগত্য অসম্ভব।

যীশু এই আইনগুলো বাতিল করেননি

যীশু কখনো মানত-সংক্রান্ত আইন বাতিল করেননি। তিনি মানতের গুরুত্বের কারণে অসতর্ক মানত এড়াতে সতর্ক করেছিলেন (মথি 5:33-37), কিন্তু গণনা বা দ্বিতীয় বিবরণে লিখিত কোনো শর্ত তিনি অপসারণ করেননি। তিনি কখনো বলেননি যে নাজারীয় মানত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে বা মানতের আর পবিত্রালয়ের প্রয়োজন নেই।

পল তাঁর চুল কেটে মানতের চিহ্ন পালন করেছিলেন (প্রেরিত 18:18) এবং যিরুশালেমে শুদ্ধিকরণ ব্যয় বহন করেছিলেন (প্রেরিত 21:23-24)—এগুলো প্রমাণ করে যে যীশু মানতের আইন বাতিল করেননি এবং মন্দির ধ্বংসের আগে ইস্রায়েলীয়রা তোরাহ অনুসারে মানত পূর্ণ করতেই থাকত। পল কোনো ব্যক্তিগত স্থানে কিছু সম্পন্ন করেননি; তিনি যিরুশালেমে, মন্দিরে ও বেদীর কাছে গিয়েছিলেন, কারণ আইন সেখানেই মানতের সমাপ্তি নির্ধারণ করেছিল।

প্রতীকী আনুগত্য মানেই অবাধ্যতা

বলিদান, উৎসব, দশমাংশ ও শুদ্ধিকরণ আইনের মতোই, মন্দির অপসারিত হওয়ার ফলে আমাদের এই আইনগুলো সম্মান করতে হয়—প্রতিস্থাপন উদ্ভাবন করে নয়, বরং যেখানে আনুগত্য অসম্ভব সেখানে আনুগত্যের দাবি না করে।

আজ কেউ চুল বাড়িয়ে, মদ থেকে বিরত থেকে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এড়িয়ে নাজারীয় মানত অনুকরণ করলে, তা আনুগত্য নয়। এটি সেই আদেশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রতীকী কাজ, যা ঈশ্বর সত্যিই দিয়েছিলেন। পবিত্রালয়ের উৎসর্গ ছাড়া মানত শুরু থেকেই অবৈধ।

ঈশ্বর প্রতীকী আনুগত্য গ্রহণ করেন না। যে উপাসক ঈশ্বরকে ভয় করে, সে মন্দির বা বেদীর বিকল্প উদ্ভাবন করে না। সে ঈশ্বর নিজেই যে সীমা স্থাপন করেছেন তা স্বীকার করে আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

যা পালন করা যায় তা আমরা পালন করি, আর যা পারি না তা সম্মান করি

নাজারীয় মানত পবিত্র। সাধারণভাবে সব মানতই পবিত্র। এই আইনগুলোর কোনোটিই বাতিল হয়নি, এবং তোরাহ কোথাও বলে না যে এগুলো একদিন প্রতীকী চর্চা বা অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

কিন্তু ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করেছেন। অতএব:

- আমরা নাজারীয় মানত সম্পন্ন করতে পারি না।
- উৎসর্গ-নির্ভর মানতগুলো পূর্ণ করতে পারি না।
- প্রতীকীভাবে পূর্ণ করার ভান না করে আমরা এই আইনগুলো সম্মান করি।

আজ আনুগত্যের অর্থ হলো—যে আদেশগুলো এখনও পালন করা যায় সেগুলো পালন করা, এবং বাকিগুলো ঈশ্বর পবিত্রালয় পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত সম্মানের সাথে অপেক্ষা করা। নাজারীয় মানত আইনে এখনও লিখিত আছে, কিন্তু বেদী আবার স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এটি পালনযোগ্য নয়।